সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭৪
WEEKLY BOOKLET:274

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব "৫৫০ সুন্নাত ও আদব" এর একটি অংশ

নাম রাখার ১৮টি সুন্নাত ও আদব

(সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও আদব)

আকিকার ২৬টি সুন্নাত ও আদব ০৬

৬টি জিনিস যা দাফন করার হুকুম রয়েছে ১৪

পাগড়ীর ২৬টি সুন্নাত ও আদব ১৫

আংটির জরুরী আহকাম ১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَام عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "৫৫০ সুন্নাত ও আদব" কিতাবের
৩৮, ৪০-৪৩ এবং ৫৪-৬৪ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে

নাম রাখার ১৮টি সুন্নাত ও আদব

(সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও আদব)

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ **"নাম রাখার সুন্নাত ও আদব (সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও আদব)"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করার সৌভাগ্য দান করো এবং তাকে তোমার সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সুন্নাতের উপর জীবন যাপনের প্রতিচ্ছবি বানাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের আখিরি নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার কোন বিপদ এসে যায় তার উচিত, আমার উপর অধিকহারে দরূদ পড়া, কেননা আমার উপর দরূদ পাঠ করাটা বিপদ-আপদ সমূহ দূর করে দেয়।

(আল কৃওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা, বুস্তানুল ওয়াজিন, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাম রাখার ১৮টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: {১} ভালো নামে নাম রাখো। (ফিরদৌস, ২/৫৮, হাদীস: ২৩২৯) {২} কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে

www.dawateislami.net

তোমাদের-পিতার নাম ধরে আহ্বান করা হবে অতএব নিজের উত্তম নাম রাখো। (আবু দাউদ, ৪/৩৭৪, হাদীস: ৪৯৪৮) (২) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বাচ্চার উত্তম নাম রাখবেন, হিন্দুস্থানে অনেক লোকের এমন নাম রয়েছে যেগুলোর কোন অর্থই নেই অথবা তাদের মন্দ অর্থ রয়েছে এমন নাম থেকে বিরত থাকুন। আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র পবিত্র নাম এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন ও বুযুর্গদের নামে নাম রাখা উত্তম, আশা করা যায় যে সে নামের বরকতে বাচ্চার মঙ্গল হবে। (দুররুল মুখতার, ৩/১৫৩। বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪১) (৩) বাচ্চা জীবিত ভূমিষ্ট হোক কিংবা মৃত তার সম্পূর্ণ শরীর অথবা অসম্পূর্ণ শরীরে হোক অতএব তার নাম রাখতে হবে এবং কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে (অর্থাৎ তাকে উঠানো হবে) বুঝা গেলো, যে বাচ্চা অপূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় তার নামও রাখা হবে। যেমনিভাবে দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "সন্তানের হক" ১২ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: নাম রাখা হবে এই পর্যন্ত যে অপূর্ণ বাচ্চারও যে স্বল্প দিনে নষ্ট হয়ে যায় অন্যতায় সে আল্লাহ পাকের নিকট অভিযোগ করবে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অপূর্ণ বাচ্চাদের নাম রাখো কারণ আল্লাহ পাক তাদের মাধ্যমে তোমাদের আমলের পাল্লা ভারী করবেন। (ফিরদৌস, ২/৩০৮, হাদীস: ৩৩৯২) (৪) মুহাম্মদ নাম রাখা সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: (১) যার ছেলে ভূমিষ্ট হবে আর সেই আমার ভালোবাসায় এবং আমার নামের বরকত অর্জন করার জন্য তার নাম মুহাম্মদ রাখে সেই ব্যক্তি এবং তার ছেলে উভয় জান্নাতে যাবে। (জামউল জাওয়ামি, ৭/২৯৫, হাদীস: ২৩২৫৫) (২) কিয়ামতের দিন দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের সামনে দাড় করানো হবে, নির্দেশ হবে: তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে

www.dawateislami.net

যাও। আরজ করা হবে: হে আল্লাহ! আমরা কোন আমলের কারনে জান্নাতের উপযুক্ত হলাম? আমরা তো জান্নাতের কোন কাজ করেনি! ইরশাদ করবেন: জান্নাতে যাও: আমি অঙ্গীকার করেছি যে, যার নাম আহমদ কিংবা মুহাম্মদ হবে সেই জাহান্নামে যাবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৮৭, ফেরদৌস, ৫/৩৩৫, হাদীস: ৯০০৬) (৩) তোমাদের মধ্যে কার কি ক্ষতি? যদি তার ঘরে একজন মুহাম্মদ কিংবা দু'জন মুহাম্মদ বা তিনজন মুহাম্মদ থাকে। (তবকাতুল কুবরা লিবনে সাদ, ৫/৪০) এই হাদীসে পাক বর্ননা করার পর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা লিখেছেন তার সারাংশ: এই জন্য আমি আমার সব ছেলে, ভাতিজাদের আকিকাতে কেবল মুহাম্মদ নাম রাখলাম অতঃপর নামের আদব রক্ষার্থে এবং বাচ্চাদের যেনো চিনা যায় সে জন্য প্রচলন স্বরুপ (অর্থাৎ ডাকনাম) আলাদা নির্ধারন করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাচঁ মুহাম্মদ এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু পাচেঁর অধিক ওফাত হয়ে গেছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৮৭) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নিজের এবং পিতার ও দাদাজানের নাম মুহাম্মদ ছিলো অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ। হযরত আয়মান আবুল বারকাত বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সে মহান ব্যক্তি যার বংশে ধারাবাহিক ১৪ প্রজন্মের পূর্বপুরুষের নাম মুহাম্মদ ছিলো। (আদ দুরারুল কামিনাহ, ১/৪৩১ রকমুল তারজুমা, ১১৩৪) (৫) মুহাম্মদ নাম ধারি ব্যাক্তির বরকত: বর্ণিত আছে: কিছু লোক কোন একটি বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয় আর তাদের মধ্যে মুহাম্মদ নামের কোন ব্যক্তিও যদি থাকে আর তারা তার নিকট পরামর্শ না চায় তবে তারা তাদের সে কাজে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারবে না। (হাশিয়াতুল হাফনা আলা জামিউস সগীর, ১/১৪৯) (৬) ছেলে সন্তানের জন্য আমল: তাবেয়ী বুযুর্গ ইমাম আতা رَحْمَةُ اللهِ

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ বলেন: যে চাই যে তার স্ত্রীর গর্ভে ছেলে সন্তান হোক তার উচিত নিজের হাত গর্ভবতী স্ত্রীর পেঠের উপর রেখে বলবে: যদি ছেলে হয়ে থাকে তাহলে আমি তার নাম মুহাম্মদ রাখলাম, اِنْ شَآءَ الله ছেলেই হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৯০) (৭) আজকাল আল্লাহর পানাহ! নাম বিকৃত করার মন্দ প্রচলন রয়েছে আর মুহাম্মদ নামের বিকৃত করা তো এটা খুবই বেদনাদায়ক। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষের নাম মুহাম্মদ কিংবা আহমদ রেখে নিন আর ডাকার জন্য বুযুর্গদের নামের মধ্যে হতে কোন সহজ শব্দ বিশিষ্ট নাম রাখুন। (৮) জিব্রাঈল ও মিকাইল ইত্যাদি নাম রাখবেন না। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফেরেশতাদের নামে নাম রেখো না। (শুআবুল ঈমান, ৬/৩৯৪, হাদীস: ৮৬৩৬) (৯) মুহাম্মদ নবী, আহমদ নবী, নবী আহমদ নাম রাখা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৮০) (১০) যখনই নাম রাখবেন কোন সুন্নী আলিম থেকে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করে নিন, যে নামের অর্থ মন্দ সে নামগুলো রাখবেন না। উদাহরণ স্বরুপ গফুরউদ্দীন অর্থ: দ্বীনকে বিলুপ্ত কারী, এই নাম রাখা খুবই মন্দ। মন্দ নামের মন্দ প্রভাব রয়েছে যেমন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মন্দ নামের কঠোর প্রভাব আমার চোখে দেখেছি, ভালো সরলপ্রাণ সুন্নি ব্যক্তিকে শেষ বয়সে (দ্বীন গোপন ও অন্যায় প্রচেষ্টা) (অর্থাৎ দ্বীন গোপনকারী এবং বাতিলের জন্য চেষ্টা কারী) হতে দেখেছি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩/৩০৬) (১১) নামের প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও আসতে পারে, "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর ২১ "সহীহ বুখারীতে" সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত যে: আমার দাদা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কি?" তিনি বললেন: হুযন। ইরশাদ করলেন: তুমি সহল। অর্থাৎ

www.dawateislami.net

তোমার নাম "সাহল " রাখো কারণ এর অর্থ নরম আর "হুযন" কঠোরকে বলে। সে বলল, যে নাম আমার বাবা রেখেছে সেটা পরিবর্তন করবো না। সাইদ বিন মুসায়্যিব বলেন: এর ফলাফল এটা হলো যে আমাদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কঠোরতা পাওয়া যায়। (বুখারী, ৪/১৫৩, হাদীস: ৬১৯৩) (১২) ইয়াসিন বা ত্বহা নাম রাখা নিষেধ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৮০) মুহাম্মদ ইয়াসিনও রেখো না, তবে চাইলে গোলাম ইয়াসিন এবং গোলাম ত্বহা নাম রেখে নাও। (১৩) "বাহারে শরীয়াত" ১৫ অংশ "আকিকা বর্ণনায়" রয়েছে: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান অনেক উত্তম নাম কিন্তু এ যুগে এটা অনেক দেখা যায় যে, আব্দুর রহমানের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তিকে অনেক লোক রহমান বলে ডাকে আর আল্লাহ ব্যতিত কাউকে রহমান বলা হারাম। এভাবে আব্দুল খালিককে খালিক এবং আব্দুল মাবুদকে মাবুদ বলে, এ ধরনের নামে এমন নাজায়িয পরিবর্তন কখনো যেন করা না হয়। এমনিভাবে এধরণের অনেক নামে তাসগীর (অর্থাৎ ছোট করার) প্রচলন রয়েছে অর্থাৎ নাম এভাবে পরিবর্তন করে দেয় যার ফলে অমর্যাদা হয় আর এমন নামকে কখনো ছোট করবেন না সুতরাং যেখানে এটা ধারণা হয় যে নাম ছোট করা হবে তখন এই নাম রাখবে না অন্য নাম রাখবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (১৪) যে সমস্ত নাম মন্দ সেগুলো পরিবর্তন করে উত্তম নাম রাখা উচিত কারণ প্রিয় নবী হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন্দ নামকে পরিবর্তন করে দিতেন। (তিরমিযী, ৪/৩৮৬, হাদীস: ২৮৪৮) এক মহিলার নাম "আসিয়াহ" (অর্থাৎ গুনাহগার) ছিলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নামকে পরিবর্তন করে জামিলা রাখলেন। (মুসলিম, ১১৮১, হাদীস: ২১৩৯) (১৫) এমন নাম রাখা নিষেধ যার মধ্যে নিজের মুখে নিজেকে উত্তম বলা অর্থাৎ "মুখে মধু"হওয়া পাওয়া যাওয়া। ২৭ পারা সূরা আন নাজম আয়াত ৩২ এ ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

(فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বলো না: (পারা ২৭ সূরা আন নাজম, ৩২) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফুসূলে আমাদীর বরাতে লিখেছেন: কেউ এ নামে নাম রাখবেন না যেখানে তাযকিয়া অর্থাৎ নিজের বড়ত্ব ও প্রশংসা প্রকাশ পায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৮৪) মুসলিম শরীফে রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "বাররা" (অর্থাৎ নেককার মহিলা) নামে মহিলার নাম পরিবর্তন করে "জয়নব" রাখলেন এবং বললেন: "নিজে নিজেকে উত্তম মনে করো না, আল্লাহ পাক ভালো জানেন যে তোমাদের মধ্যে কে নেককার। (মুসলিম, ১১৮২, হাদীস: ২১৪২) (১৬) এমন নাম রাখা জায়িয নেই যা অমুসলিমের জন্য নির্দিষ্ট। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৪ খন্ড ৬৬৩-৬৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: নামের একটি প্রকার কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন: জিরজিস, পুতরুস এবং ইউহান্না ইত্যাদি সুতরাং এ ধরনের নাম রাখা মুসলমানদের জন্য জায়িয নেই, কেননা এর মধ্যে কাফেরের সাথে সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। وَ اللهُ اَعْلَمُ (১৭) গোলাম মুহাম্মদ এবং আহমদ জান নাম রাখা জায়িয কিন্তু উত্তম এটা যে গোলাম কিংবা জান ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করবেন না। যেনো মুহাম্মদ ও আহমদ নামের যে ফযীলত হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে সেটা অর্জন হয়। (১৮) গোলাম রাসূল, গোলাম সিদ্দিক, গোলাম আলী, গোলাম হুসাইন, গোলাম গউস, গোলাম রেযা রাখা জায়িয।

আকিকার ২৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ছেলের আকিকা মধ্যে বন্ধক, সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় ও তার মাথা মুন্ডানো হয়।" (তিরমিযী, ৩/১৭৭, হাদীস: ১৫২৮) বন্ধক

www.dawateislami.net

হওয়ার অর্থ এই যে, তার থেকে পরিপূর্ণ উপকার অর্জন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আকিকা করা না হয় এবং কতিপয় (মুহাদ্দিসগণ) বলেন বাচ্চার নিরাপত্তা এবং তার বেড়ে উঠা এবং তার মধ্যে উত্তম গুণাবলী হওয়াটা আকিকার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৪) (২) বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়াতে যে পশু যবেহ করা হয় সেটাকে আকিকা বলে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৪,৩৫৫,৩৫৫,৩৫৭) (৩) যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় তখন মুস্তাহাব এটা যে, তার কানে আযান ও ইকামত বলা, আযান দেওয়ার কারণে اِنْ شَآءَالله বিপদ-আপদ দূর হয়ে যাবে। (৪) উত্তম এটা যে, ডান কানে চারবার আযান ও বাম কানে তিনবার ইকামত বলা। (৫) অনেক লোকের মধ্যে এটা প্রচলন রয়েছে যে, ছেলে ভূমিষ্ট হলে আযান দেয় আর মেয়ে ভূমিষ্ট হলে দেয় না, এটা উচিত নয় বরং মেয়ে ভূমিষ্ট হলে তখনও আযান ও ইকামত বলবেন। (৬) সপ্তম দিনে তার নাম রাখা হবে আর তার মাথা মুন্ডানো হবে আর মাথা মুন্ডানোর সময় আকিকা করা হবে। এবং চুলের ওজন করে ততোটুকু রুপা কিংবা স্বর্ণ সদকা করা হবে। (বাহরে শরীয়াত, ৩/৫৭) (৭) ছেলের আকিকাতে দুইটি ছাগল আর মেয়ের আকিকাতে একটি ছাগি যবেহ করা হবে অর্থাৎ ছেলের সময় পুরুষ প্রাণী আর মেয়ের সময় মেয়ে পশু উত্তম। এবং ছেলের আকিকাতে ছাগি ছাগল আর মেয়ের আকিকা সময় নর হয় তখনও সমস্যা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (৮) (ছেলের জন্য দুইটি) সামর্থ না থাকলে তবে একটাই যথেষ্ট। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭) (৯) কুরবানির উট ইত্যাদিতেও আকিকা অংশ হতে পারে। (১০) আকিকা ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র পছন্দনীয় সুন্নাত, ছেড়ে দেওয়া গুনাহ নেই (কেউ যদি সামর্থ রাখে তার অবশ্যই করা উচিত, না করলে গুনাহগার হবে না, তবে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে) গরীব লোকদের জন্য সুদের উপর ঋণ

www.dawateislami.net

নিয়ে আকিকা করা কখনো জায়িয নেই। (ইসলামী জিন্দেগী থেকে সংগৃহিত, ২৭ পৃষ্ঠা) (১১) বাচ্চা যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তখন তার আকিকা না করার কারণে কোন প্রভাব তার শাফাআত ইত্যাদির উপর পড়বে না কারণ সে আকিকা সময় আসার পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো। হ্যাঁ তবে যে বাচ্চা আকিকার সময় পেলো অর্থাৎ সাতদিন হয়ে গেলো এবং অপারগতা ব্যতিত সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তার আকিকা করলো না তার জন্য এটা এসেছে যে, সে আপন মাতা-পিতার জন্য শাফাআত করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৬, ৫৯৭) (১২) আকিকা জন্মের (BIRTH) সপ্তম দিনে সুন্নাত আর এটাই উত্তম, অন্যতায় চতুর্দশ, অথবা একুশতম দিন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৬) আর যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে যখন চায় করতে পারবে, আর সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (১৩) যার আকিকা করা হয়নি সে যৌবনে, এবং বৃদ্ধাকালেও নিজের আকিকা করতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৮) যেমনিভাবে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত ঘোষনার পর নিজেই নিজের আপন আকিকা করেছিলেন। (মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ৪/২৫৪, হাদীস: ২১৭৪) (১৪) কতিপয় উলামগণ এটা বলেছন যে, সপ্তম দিন কিংবা চতুর্থ দিন বা একুশতম দিন অর্থাৎ সাতদিনের দিকে লক্ষ্য রাখা এটা উত্তম আর সেটা স্মরণ না থাকলে এবং যে দিন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় সে দিনটি স্মরণ রাখবেন তার একদিন পূর্বের দিনটি যখন আসবে, তখন তা সপ্তম দিন হবে, উদাহরণ স্বরুপ যদি জুমার দিন (শুক্রবার) ভূমিষ্ট হয় তাহলে (জীবনের প্রত্যেক) পরের বৃহস্পতিবার সেটার সপ্তম দিন। যদি জন্মের দিন স্মরণ না থাকে তাহলে যখন ইচ্ছা করে নিন। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (১৫) বাচ্চার মাথা মুন্ডার পর মাথাতে জাফরান লাগিয়ে দেওয়া উত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (১৬) উত্তম এটা যে

www.dawateislami.net

আকিকা পশুর হাঁড় ভাঙ্গবে না বরং হাড্ডি থেকে মাংস নামিয়ে নিবে এটা বাচ্চার নিরাপত্তার ভালো লক্ষণ আর হাড় ভেঙ্গে গোশত বানিয়ে নিলেও কোন সমস্যা নেই। মাংস যেভাবে চাই রান্না করতে পারবে তবে যদি মিষ্টি ভাবে রান্না করা হয় তাহলে বাচ্চার চরিত্র উত্তম হওয়ার লক্ষণ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭) (১৭) মিষ্টি মাংস রান্না করার দুইটি পদ্ধতি: {১} এক কেজি মাংস, আদা কেজি মিষ্টি, সাতটি ছোট এলাচি, ৫০ গ্রাম বাদাম, প্রয়োজন মত ঘি কিংবা তেল সব মিশিয়ে রান্না করে নিন, রান্না করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী চিনি দিবেন। সৌন্দর্যের জন্য গাজর চিকন চিকন করে কিসমিস ইত্যাদিও দিতে পারবেন। {২} এক কেজি মাংসতে আদা কেজি চিনি দিয়ে প্রয়োজন মত রান্না করে নিন। (২৮) জনসাধারণের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, আকিকার মাংস বাচ্চার মা-বাবা এবং দাদা-দাদী, নানা-নানী আহার করবে না এটা একেবারে ভুল তার কোন ভিত্তি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭) (১৯) আকিকার চামড়ার ঐ হুকুম যা কুরবানীর চামড়ার হুকুমে রয়েছে যে, নিজের ব্যবহারের জন্য নিবে কিংবা মিসকিনকে দিয়ে দিবে অথবা অন্য কোন নেকীর কাজে মসজিদ কিংবা মাদরাসাতে দান করবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (২০) আকিকা পশুর সেই শর্তসমূহের সাথে হওয়া উচিত যেমনটি কুরবানীর জন্য হয়ে থাকে। সেটার মাংস ফকির মিসকিনদের এবং নিকটতম বন্ধু ও প্রিয় জনকে বন্টন করে দেওয়া অথবা রান্না করে দিয়ে দেওয়া অথবা তাদের যিয়াফত কিংবা দাওয়াত খাওয়ানো এসকল অবস্থায় জায়িয। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭) (২১) (আকিকা মাংস) চিল, কাককে খাওয়ানো কোন ভিত্তি রাখে না, এগুলো (অর্থাৎ চিল, কাক) ফাসিক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯০) (২২) আকিকা জন্মের শুকরিয়ার্তে অতএব

www.dawateislami.net

মৃত্যুর পর আকিকা হতে পারে না। (২৩) ছেলের আকিকাতে যদি বাবা যবেহ করে তবে দোয়া এভাবে পড়বে:

اَللّٰھُمَّ ھٰذِہٖ عَقِیْقَۃُ ابْنِیْ فُلَانٍ، دَمُھَا بِدَمِھَا وَلَحْمُھَا بِلَحْمِہٖ، وَعَظْمُھَا بِعَظْمِہٖ وَجِلْدُھَا

بِجِلْدِھَا، وَشَعْرُھَا بِشَعْرِہٖ ط اَللّٰھُمَّ اجْعَلْھَا فِدَاءً لِابْنِیْ مِنَ النَّارِ ط بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ۔

অমুকের স্থলে ছেলের যে নাম রাখা হয়েছে তা নিবে, কন্যা হলে উভয় স্থানে اِبْنِیْ এর স্থলে بِنْتِیْ আর পঞ্চম স্থানে "ہٖ" এর স্থানে "ھا" বলবে আর অন্য কেউ যবেহ করলে তখন উভয় স্থানে اِبْنِیْ فُلَان অথবা بِنْتِیْ فُلَان এর স্থানে فُلَان اِبْنِ فُلَان অথবা فُلَانَہ بِنْتِ فُلَان বলবে। ছেলে হলে তার পিতা এবং মেয়ে হলে তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৫) (২৪) যদি দোয়া মুখস্থ না থাকে তাহলে দোয়া পড়া ব্যতিত অন্তরে এই ধারণা রাখবে যে, এটা অমুকের ছেলে কিংবা অমুকের মেয়ে, بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ۔ পড়ে যবেহ করবে আকিকা হয়ে যাবে, আকিকা জন্য দোয়া পড়া জরুরী নয়। (জান্নাতী যিওয়ার, ৩২৩ পৃষ্ঠা) (২৫) আজ কাল অধিকাংশ আকিকার জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করে গরীব ও আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ করা হয় সেটা উত্তম কাজ এবং অংশ গ্রহনকারীগণ বাচ্চাদের জন্য উপহার ইত্যাদি নিয়ে আসেন এটাও ভালো কাজ। তবে এখানে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে: যদি মেহমান উপহার না নিয়ে আসেন তখন অনেক সময় নিমন্ত্রনকারি কিংবা তার পরিবারগণ মেহমানের সমালোচনার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং যেখানে নিশ্চিতভাবে অথবা অধিকাংশ এমন পরিস্থিতি বিরাজ করে, সেখানে মেহমানের উচিত যে, অপারগতা ব্যতিত যেনো না যায়, প্রয়োজনে যাবে আর উপহার নিয়ে গেলে কোন সমস্যা নেই। আর নিমন্ত্রনকারি এ নিয়্যতে গ্রহণ করলো যে, যদি মেহমান উপহার না নিয়ে

www.dawateislami.net

আসতো তবে তিনি সে মেহমানকে মন্দ বলতো কিংবা বিশেষ কোন নিয়্যত তো নেই কিন্তু এই নিমন্ত্রনকারির এমন মন্দ অভ্যাস তো যেখানে তার (অর্থাৎ নিমন্ত্রনকারির) নিশ্চিত ধারণা হয় যে, গ্রহণকারী এভাবে অর্থাৎ (নিমন্ত্রনকারির) অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এনেছে, এখন গ্রহণকারী গুনাহগার হবে আর জাহান্নামের আযাবের উপযোগি এবং এই উপহার তার জন্য ঘুষ। হ্যাঁ যদি মন্দ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য না থাকে আর না তার এমন মন্দ অভ্যাস রয়েছে তখন উপহার গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

সুরমা লাগানোর ৪টি সুন্নাত ও আদব

(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সমস্ত সুরমার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে "ইসমাদ" কারণ এটা দৃষ্টিকে আলোকিত করে পলক গজায়। (ইবনে মাজা, ৪/১১৫, হাদীস: ৩৪৯৭) (২) পাথরের সুরমা ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল (অর্থাৎ সৌন্দর্যের নিয়্যতে) পুরুষদের লাগানো মাকরুহ এবং সুন্দরের উদ্দেশ্য না হলে তবে সমস্যা নেই। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৪/৩৫৯) (৩) রাতে শয়ন করার সময় সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজি, ৬/১৮০) (৪) সুরমা ব্যবহার করার তিনটি বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: {১} কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই {২} কখনো ডান চোখে তিন আর বাম চোখে দু'বার। {৩} সুতরাং কখনো উভয় চোখে দুই দুইবার অতঃপর শেষে একটি শলাইতে সূরমা নিয়ে সেটাকে উভয় চোখে লাগান। (শুআবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) এভাবে করার কারণে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপর আমল হয়ে যাবে। হে আশিকানে রাসূল! মর্যাদা সম্পন্ন যত কাজ রয়েছে সব আমাদের প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন, সুতরাং প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগান অতঃপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাবরী চুল ও মাথার চুলের ২২টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বাবরী চুল কখনো অর্ধকান পর্যন্ত। (২) কখনো কান মোবারকের লতি পর্যন্ত এবং (৩) অনেক সময় বেড়ে যেতো সেগুলো কাঁধ মোবারক দু'টিকে স্পর্শ করতো। (আশশামায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ১৮,৩৫,৩৪ পৃষ্ঠা) (৪) আমাদের উচিত সময়ে সময়ে তিনটি সুন্নাত আদায় করা, অর্থাৎ কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত, আর কখনো সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত, কখনো কাঁধ বরাবর চুল রাখা। (৫) কাঁধকে স্পর্শ করা পর্যন্ত বাবরী চুল বাড়ানো সুন্নাতের আদায় সাধারণত সকলের উপর বেশি কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও এ সুন্নাত আদায় করা উচিত। অবশ্যই এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, চুল যেন কাঁধের নিচে না আসে, পানিতে ভাল ভাবে ভিজার পর বাবরী চুলের লম্বার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়, তাই যে দিনগুলোতে চুল বাড়াবেন ঐ দিনগুলোতে গোসলের পর আচঁড়ানোর সময় ভাল ভাবে লক্ষ্য করবেন যে, চুল কাঁধের নিচে অতিক্রম করছে কিনা। (৬) আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মহিলাদের মতো কাঁধের নিচে চুল রাখা পুরুষের জন্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা) (৭) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পুরুষের জন্য মহিলাদের মত চুল লম্বা রাখা জায়িয নেই। কিছু মানুষ সুফী সাজার জন্য লম্বা চুল রাখে, যা তাদের বুকে সাপের মতো ঝুলে থাকে, আর কিছু

www.dawateislami.net

(মহিলাদের মত) খোপা করা হয়, আর কিছু জট বাঁধা হয় এগুলো নাজায়িয এবং শরীয়াতের পরিপন্থি। (৮) চুল লম্বা করা ও রঙিন কাপড় পরিধানের নাম (সূফীবাদ) নয়, বরং হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ অনুসরণ এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করার নাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৭ পৃষ্ঠা) (৮) মহিলাদের মাথা মুন্ডানো হারাম। (খুলাছা আয ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা) (৯) মহিলাদের মাথার চুল কাটা (যা বর্তমানের ফ্যাশন হিসেবে চলমান) যেমন বর্তমানে এ কাজটি খ্রীষ্টান মহিলারা শুরু করেছে, যা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও গুনাহ এবং এর উপর (আল্লাহর) অভিশাপ এসেছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এ কাজ করার জন্য নির্দেশও দেয় তবুও এভাবে করার কারণে স্ত্রী গুনাগার হবে। শরীয়াতের বিধি-বিধানের পরিপন্থি কাজে কারো (অর্থাৎ মাতা, পিতা, স্বামী অন্য কারো আদেশ) পালন করা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) ছোট মেয়েদের চুলও পুরুষের মতো করে কাটাবেন না, ছোটবেলা থেকে তাকে মহিলা সূলভ লম্বা চুল রাখার মনমানসিকতা তৈরী করাবেন। (১০) কিছু লোক ডান অথবা বাম দিকে সিঁতী কাটে এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। (প্রাগুক্ত) (১১) সুন্নাত এটা যে মাথায় চুল থাকলে মধ্যখানে সিঁথী কাটবে। (১২) পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডানো, চুল লম্বা করা, সিঁথী কাটার ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে। (রুদ্দুল মুহতার, ৯ম, ৬৮২ পৃষ্ঠা) (১৩) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উভয় আমল প্রমানীত রয়েছে: যদিওবা মাথা মুন্ডানো শুধুমাত্র ইহরাম থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণিত অন্য কোন সময় মুন্ডানোর প্রমাণ নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) (১৪) আজ কাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষ কোথাও বড় কোথাও ছোট করে কেটে থাকে, এমন চুল রাখা সুন্নাত নয়। (১৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার চুল আছে সে যেন

www.dawateislami.net

সেগুলোর যত্ন নেয়। (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৬৩) অর্থাৎ তা ধৌত করে, তেল লাগায় এবং আচঁড়ায়। (১৬) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সর্বপ্রথম গোঁফ কেটেছেন এবং সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখেছেন। আরজ করলেন: হে আমার প্রতিপালক! এটা কি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন:" হে ইব্রাহিম! এটা পদমর্যাদা।" আরজ করলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। (মুওয়াত্তা, ৬/৪১৫, হাদীস:১৭৫৬) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: তাঁর (হযরত ইব্রাহিম) عَلَيْهِ السَّلَام 'র আগে কোন নবীর গোঁফ বাড়েনি বা বেড়েছে আর তারা কেটেছে কিন্তু তাঁদের দ্বীনে গোঁফ কাটার শরয়ী কোন বিধানও ছিলো না কিন্তু এখন আপনার কারনে এই আমলটি সুন্নাতে ইব্রাহিমী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। (মিরাত, ৬/১৯৩) (১৭) নিচের ঠোটের কিছু চুল আর যা থুতনির মধ্যখানে থাকে তার আশে পাশের চুল মুন্ডানো বা উপড়ানো বিদয়াত। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭) (১৮) ঘাড়ের চুল মুন্ডানো মাকরুহ অর্থাৎ মাথার চুল মুন্ডানো ব্যতিত শুধুমাত্র ঘাড়ের পশম মুন্ডিয়ে ফেলা যেমন অনেক লোক খত বানানোর ক্ষেত্রে ঘাড়ের চুলও মুন্ডিয়ে ফেলে যদি সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলে তখন তার সাথে ঘাড়ের পশমও মুন্ডানো যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৮৭) (১৯) চারটি জিনিস সম্পর্কে শরীয়াতের ফয়সালা হলো, মাটিতে পূতে ফেলা, {১} চুল, {২} নখ, {৩} যে কাপড় দিয়ে ঋতুস্রাব এর রক্ত পরিস্কার করা হয়, {৪} রক্ত। (প্রাগুক্ত, ৫৮৮। আলমগিরী, ৫/৩৫৮) (১৯) পুরুষের জন্য দাঁড়ি অথবা মাথার সাদা চুলকে লাল অথবা হলদে করা মুস্তাহাব, এ জন্য মেহেদি ব্যবহার করা যেতে পারে। (২১) দাঁড়ি অথবা মাথায় মেহেদি লাগিয়ে ঘুমানো উচিত নয়, এক হাকিমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে মেহেদি লাগিয়ে

www.dawateislami.net

ঘুমানোর ফলে মাথা ইত্যাদির গরমের তাপ চোখে নেমে আসে, যা দৃষ্টি শক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঐ বিজ্ঞ লোকের বর্ণনার সত্যতা আমার কাছে প্রকাশ পেল এভাবে যে: একবার সাগে মদীনার عُفِیَ عَنْه (লিখক) নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি আসলো এবং সে বর্ণনা দিল: আমি জন্মগত অন্ধ ছিলাম না। আফসোস! একদা মাথায় কালো মেহেদি লাগিয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলাম, জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম আমার চোখের জ্যোতি চলে গেছে। (২২) মেহেদি ব্যবহারকারীর গোঁফ এবং দাঁড়িতে খতের কিনারায় দাঁড়িগুলোর শুভ্রতা অল্প দিনেই প্রকাশ পায়, যা দেখতে সুন্দর দেখায় না সুতরাং যদি বার বার সম্পূর্ণ দাঁড়িতে মেহেদি লাগানো সম্ভব না হয়, শুধুমাত্র যেখানে সাদা চুলের প্রকাশ পায় সেখানে প্রতি চার দিন পর পর সামান্য সামান্য মেহেদি লাগিয়ে দেয়া উচিত।

পাগড়ীর ২৫টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাতটি বাণী: (১) পাগড়ীর সহকারে দু'রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন ৭০ রাকাত থেকে উত্তম। (ফিরদৌস ২/২৬৫, হাদীস: ৩২৩৩) (২) আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রতিটি প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য একটি করে নূর দান করা হবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সূয়ূতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭২৫) (৩) নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১/১৪৭) (৪) পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ। (প্রাগুক্ত, ২/৪০৬, হাদীস: ৩৮০৫ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২১৩) (৫) পাগড়ী সহকারে এক জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার

www.dawateislami.net

সামান। (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭/৩৫৫) (৬) পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরুপ, সুতরাং পাগড়ী বাঁধো তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ১৫/১৩৩, হাদীস: ৪১১৩৮) (৭) পাগড়ী পরিধান করো তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। (মুসতাদরিক, ৫/৭৪৮৮) হাদীসের ব্যখ্যা: পাগড়ী পরিধান করার কারনে তোমাদের সম্মান (অর্থাৎ সহনশক্তি) বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের সিনা প্রশস্ত হবে কেননা বাহ্যিক পোষাক উত্তম হওয়াটা মানুষকে ভদ্র ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয় এবং আবেগপূর্ণ ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে বাঁচায়। (ফয়যুল কদির ১/৭০৯ হাদীসের ব্যাখ্যা ১১৪২) (৮) "বাহারে শরীয়াত" কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে আর বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন চিকিৎসা নেই। (৯) পাগড়ী বাঁধার পূর্বে থামুন আর ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন, যদি একটিও ভাল নিয়্যত না থাকে তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না, এ জন্য অন্তত পক্ষে এই নিয়্যত করে নিন যে: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুন্নাত পালনার্থে (যদি বাঁধার সময় নামাযের প্রস্তুতি নেওয়া হয় তাহলে এটাও বলে নিন) আর নামাযের জন্য সৌন্দর্য্যতা অর্জনের নিয়্যতে ইমামা (পাগড়ী) পরিধান করছি। (১০) যথারীতি নিয়ম হলো: পাগড়ীর প্রথম প্যাঁচটি মাথার ডান দিকে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৯৯) (১১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পাগড়ীর শিমলা সাধারণত পেছনের দিকেই (অর্থাৎ পিঠ মোবারকে) থাকতো। আবার কখনো কখনো ডান দিকে, কখনো দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি শিমলা থাকতো, শিমলাকে বাম দিকে রাখা সুন্নাতের পরিপন্থি।

www.dawateislami.net

(আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৫৮২) (১২) পাগড়ীর শিমলার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল আর (১৩) বেশি থেকে বেশি অর্ধ পেট পর্যন্ত) অর্থাৎ এক হাত (মধ্য আঙ্গুলের আগা থেকে কুনুই পর্যন্ত পরিমাপকে এক হাত বলা হয়)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/ ১৮২) (১৪) পাগড়ী কিবলামুখি হয়ে দাড়িয়ে পরিধান করুন। মিরআত শরীফে রয়েছে, পাগড়ী দাড়িয়ে বাঁধা সুন্নাত, মসজিদে পরিধান করুক কিংবা অন্য কোথাও (১৫) পাগড়ী যেনো আড়াই গজের কম না হয, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা এটাই সুন্নাত। আর সেটার বাঁধা যেনো গম্বুজের মতো হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮৬) (১৬) রুমাল যদি বড় হয় আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায় যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে তাহলে সেটি পাগড়ী হয়ে গেলো। (১৭) পক্ষান্তরে ছোট রুমাল যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায় সেটা বাঁধা মাকরুহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/২৯৯) (১৮) পাগড়ী যখন নতুন বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন সেভাবে খুলবেন একেবারে দ্রুত জমিনে ফেলবেন না। (আলমগিরী, ৫/৩০০) (১৯) যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পূনরায় বাঁধার নিয়্যত করলো তা হলে একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ মুছে দেওয়া হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২১৪) পাগড়ীর ৬টি ডাক্তারী উপকার রয়েছে: (২০) যারা মাথা খোলা রাখে তাদের চুলে গরম, ঠান্ডা, রোদ অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু সরাসরি (DIRECT) প্রভাবিত করে যার ফলে শুধু চুল নয় বরং মস্তিস্ক এবং চেহরায় তার প্রভাব পড়ে এবং শরীরে ক্ষতিসাধন হয়, তাই সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে পাগড়ী বাধাঁর মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ রয়েছে। (২১) ডাক্তারী বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাথা ব্যথার জন্য ইমামা (পাগড়ী) শরীফ পরিধান করার অনেক উপকার রয়েছে। (২২) পাগড়ী শরীফের মাধ্যমে মস্তিস্কে শক্তি যোগায় এবং স্মরণ শক্তি

www.dawateislami.net

বৃদ্ধি পায়। (২৩) পাগড়ী শরীফ বাঁধার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সর্দি হয় না, হলেও তার প্রভাব কম হয়। (২৪) পাগড়ীর শিমলা দেহের নিম্নভাগের অর্ধাঙ্গ রোগ থেকে রক্ষা করে, কেননা পাগড়ীর শিমলা হারাম মজ্জাকে মৌসূমী প্রভাব যেমন: ঠান্ডা, গরম ইত্যাদি হতে রক্ষা করে। (২৫) শিমলা "ছারসাম" রোগের ভয়াবহতা কমায়, মস্তিস্কের ফোলা রোগকে "ছারসাম"বলা হয়।

আংটি সম্পর্কে ১৯টি সুন্নাত ও আদব

(১) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস: ৫৮৬৩) (২) অপ্রাপ্তবয়স্ক (অর্থাৎ অত্যন্ত ছোট ছেলেকেও) স্বণ-রূপার অলংকার পরিধান করানো হারাম, যে ব্যক্তি পরিধান করাবে সে গুনাহগার হবে। একইভাবে ছেলেদের হাতে পায়ে অপ্রয়োজনে মেহেদি লাগানো নাজায়িজ, কিন্তু মহিলারা স্বয়ং হাতে পায়ে মেহেদি লাগাতে পারবে, কিন্তু ছেলেদের লাগালে গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২৮ দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) (৩) লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩/৩০৫, হাদীস: ১৭৯২) (৪) পুরুষের জন্য সেরুপ আংটিই জায়িয যেগুলো পুরুষের আংটির মতো, অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট। আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রুপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৭) (৫) পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়িয কেননা এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই। (৬) হুরুফে মুকাত্তাআত-খুদিত (পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় প্রারম্ভে বিভিন্ন বর্ণ খুদিত) আংটি ব্যবহার করা জায়িয, কিন্তু হুরুফে

www.dawateislami.net

মাকাত্তাআত খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা অথবা মুসাফাহাকালে হাত মিলানো ব্যক্তিটির এই আংটি খানা অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয নেই। (৭) অনুরুপভাবে পুরুষদের জন্য একাধিক আংটি পরিধান করা কিংবা (একাধিক) রিং পরিধান করা নাজায়িয। কেননা রিংটি আংটি নয়। মহিলারা রিং পড়তে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২৮) (৮) এক পাথর বিশিষ্ট রুপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা বা ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম হতে কম ওজনের হয়ে থাকে তাহলে সেটি পরিধান করা জায়িয, যদিও তা মোহরের প্রয়োজনে না হয়ে থাকে। কিন্তু তা পরিহার করা (অর্থাৎ যার ষ্টাম্পের প্রয়োজন নেই তার পক্ষে বৈধ আংটিও পরিধান না করাই) উত্তম। আর (যাকে আংটি দিয়ে ছাপ দিতে হয় অর্থাৎ আংটিকে মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার পক্ষে) মোহরের প্রয়োজনে কেবল জায়েযই নয় বরং সুন্নাত। অবশ্যই অহংকার প্রদর্শনের জন্য কিংবা মেয়েদের মতো টিপটাপ ষ্টাইলের অথবা অন্য কোন ঘৃনিত উদ্দেশ্যে এক আংটিই বা কেন এরুপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করাও নাজায়িয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/ ১৪১) (৯) দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব, কিন্তু পুরুষরা সেই বৈধ সম্পন্ন আংটিই পরিধান করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৯, ৭৮০) (১০) আংটি পরিধান করা কেবল তাদের জন্যই সুন্নাত যাদের মোহর (অর্থাৎ STAMP বা SEAL) করার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, সুলতান, কাজী, আলিমা-ওলামা যাঁরা ফতোওয়ার ক্ষেত্রে আংটি মোহর হিসেবে ব্যবহার করেন। এরা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যাদের মোহরের প্রয়োজন নেই তাদের জন্য সুন্নাত নয়, অবশ্যই পরিধান করা জায়িয। (আলমগিরী, ৫/৩৩৫) বর্তমানে অবশ্যই আংটির মাধ্যমে মোহর করার প্রচলন আর নেই। বরং এ কাজের জন্য ষ্টাম্পই

www.dawateislami.net

তৈরি করা হয়ে থাকে। সুতরাং আংটির মাধ্যমে যাদের মোহর করার প্রয়োজন নেই সেসব কাজী ইত্যাদির জন্যও আংটি পরিধান করা আর সুন্নাত রইল না। (১১) পুরুষেরা আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে করে রাখবে আর মহিলারা হাতের পিঠের উপরের দিকে করে রাখবে। (আল হিদায়া, ৪/৩৬৭) (১২) রুপার রিং বিশেষ করে মহিলাদেরই অলংকার। পুরুষদের পক্ষে মাকরুহ (তাহরীমি, নাজায়িয ও গুনাহ)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৩০) (১৩) মহিলারা স্বর্ণের বা রুপার যত খুশি আংটি এবং রিং ব্যবহার করতে পারবে, এতে ওজন বা পাথরের সংখ্যার কোন নির্দিষ্টতা নেই। (১৪) লোহার আংটির উপর রুপার খোল চড়িয়ে দেওয়াতে লোহা মোটেই দেখা যাচ্ছে না, এমন আংটি পরিধান করা পুরুষ বা নারী কারো জন্য নিষেধ নয়। (আলমগিরী, ৫/৩৩৫) (১৫) উভয় হাতের যে কোন হাতেই আংটি পরিধান করতে পারবে তবে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে পরবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৬) (১৬) মান্নতের কিংবা ফুঁক দেওয়া ধাতুর (METAL) তৈরি চেইন পুরুষের জন্য পরিধান করা নাজায়িয ও গুনাহ। অনুরুপ ভাবে। (১৭) মদীনা মুনাওয়ারা কিংবা আজমীর শরীফের রুপার অথবা অন্য যেকোন ধাতুর (METAL) রিং এবং ষ্টাইল করে তৈরি করা আংটি পরাও জায়িয নেই। (১৮) জ্বীন ধরা, ভূতে ধরা কিংবা অন্য যেকোন রোগের জন্য রুপা বা অন্য কোন ধাতু জায়িয নেই। (১৯) যদি কোন ইসলামী ভাই ধাতুর তৈরি চেইন, ধাতুর রিং, নাজায়িয আংটি, ধাতু শিকল (METALCHAIN) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে তা এক্ষুনি খুলে ফেলে তাওবা করে নিন। আর আগামীতে না পরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ
পাকের পছন্দনীয় নাম

সর্বশেষ নবী ﷺ **ইরশাদ করেনঃ** "তোমাদের নামের মধ্য হতে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় নাম হচ্ছেঃ আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।"

(মুসলিম, ৯০৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫৫৮৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইলঃ ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net